

23

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় শীঘ্রই ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শীঘ্রই ব্যাপক পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে। পরিদর্শন ও তদারকী জোরদার করার জন্য জেলা পর্যায়ে জবাবদিহিমূলক কমিটি করার সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়।
সূত্র মতে, ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য ৮টি কমিটি করা হয়েছে। ৩১ মার্চের মধ্যে

তারিখ রিপোর্ট দিবে। রিপোর্ট পাবার পর সামগ্রিক বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে সূত্র জানায়।
দেশের ১৭ হাজারের মতো সরকারী বেসরকারী, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার অধিকাংশের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে নানা ধরনের ত্রুটি ও দুর্নীতির অভিযোগ আছে। বিশ্ব ব্যাংক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা ও অদক্ষতা সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়েছে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একধরনের ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকলেও সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা
(শেষ পৃষ্ঠা ও কঃ দেখুন)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

(প্রথম পাতার পর)

নেই। ফলে সরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা অনুপস্থিত। শিক্ষা অধিদফতরের পক্ষে প্রত্যন্ত অঞ্চল কেন শহরকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানেরই সূচু পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। অনেক কর্মকর্তার এ ধরনের মানসিকতাও নেই। বিশ্ব ব্যাংকের মতে, ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটির কারণে শিক্ষা মানের দ্রুত অবনতি হচ্ছে। এসব ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর না হলে শিক্ষা খাতের বিপুল পরিমাণ ব্যয় অর্থবহ হতে পারে না বলে রিপোর্টে বলা হয়।
সরকারও মনে করে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা জবাবদিহিতার ভিত্তিতে শক্তিশালী করা দরকার। এজন্য সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা অধিদফতর ও বোর্ডের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের নিয়ে ৮টি কমিটি করা হয়েছে।
কমিটিগুলো শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি, সরকারী অনুদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা পদ্ধতি, উন্নয়ন নীতিমালা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে সুপারিশ করবে। ৬ থেকে ৮ সদস্যের এসব কমিটি ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি বৈঠক করেছে। কমিটি শিক্ষকদের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি রক্ষণাতি করা, জবাবদিহিতার ভিত্তিতে স্কুল কলেজ ব্যবস্থাপনা জোরদার করার ব্যাপারে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সর্বশ্রুতি সূত্র জানায়।